১৯২৪ - শনিবারের চিঠি (সাপ্তাহিক) - যোগানন্দ দাস

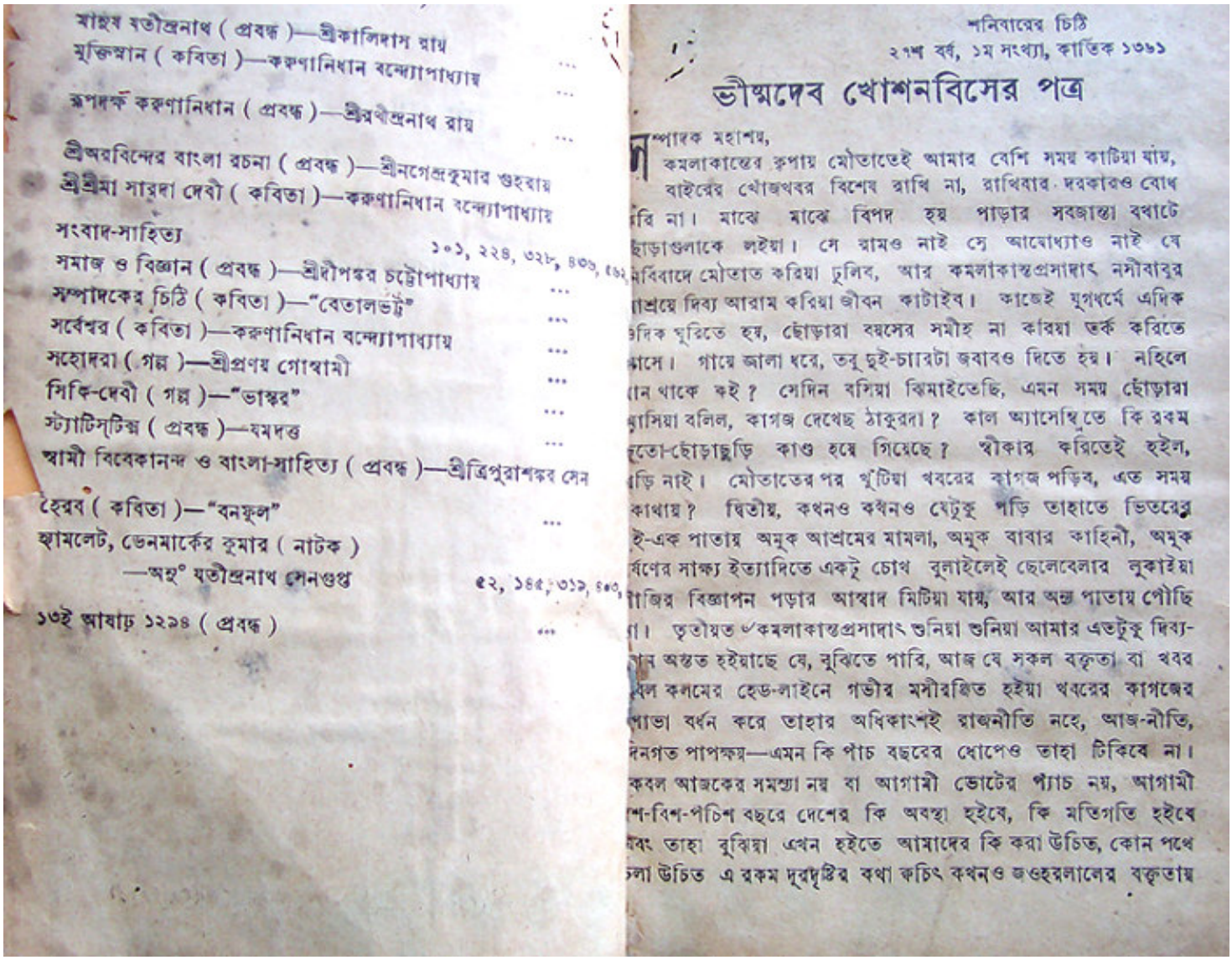

মানুষ যতীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)—শ্রীকালিদাস রায়
মুক্তিস্নান (কবিতা)—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ...
রূপদক্ষ করুণানিধান (প্রবন্ধ)—শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায় ...
শ্রীঅরবিন্দের বাংলা রচনা (প্রবন্ধ)—শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায় ...
শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী (কবিতা)—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ...
সংবাদ-সাহিত্য ১০১, ২২৪, ৩২৮, ৪৩৩, ৫৬১
সমাজ ও বিজ্ঞান (প্রবন্ধ)—শ্রীদীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ...
সম্পাদকের চিঠি (কবিতা)—"বেতালভট্ট" ...
সর্বেশ্বর (কবিতা)—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ...
সহোদরা (গল্প)—শ্রীপ্রণয় গোস্বামী ...
সিকি-দেবী (গল্প)—"ভাস্কর" ...
স্ট্যাটিস্টিক্স (প্রবন্ধ)—যমদত্ত ...
স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলা-সাহিত্য (প্রবন্ধ)—শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন ...
হৈরব (কবিতা)—"বনফুল" ...
হ্যামলেট, ডেনমার্কের কুমার (নাটক)
—অধ্যঃ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ৫২, ১৪৫, ৩১৯, ৪০৩,
১৩ই আষাঢ় ১২৯৪ (প্রবন্ধ) ...

ভীষ্মদেব খোশনবিসের পত্র

সম্পাদক মহাশয়,

কমলাকান্তের কৃপায় মৌতাতেই আমার বেশি সময় কাটিয়া যায়, বাইরের খোঁজখবর বিশেষ রাখি না, রাখিবার দরকারও বোধ করি না। মাঝে মাঝে বিপদ হয় পাড়ার সবজান্তা বখাটে ছোঁড়াগুলাকে লইয়া। সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই যে নির্বিবাদে মৌতাত করিয়া চুলিব, আর কমলাকান্তপ্রসাদাৎ নসীবাবুর আশ্রয়ে দিব্য আরাম করিয়া জীবন কাটাইব। কাজেই যুগধর্মে এদিক ওদিক ঘুরিতে হয়, ছোঁড়ারা বয়সের সমীহ না করিয়া তর্ক করিতে আসে। গায়ে জ্বালা ধরে, তবু দুই-চারটা জবাবও দিতে হয়। নহিলে মান থাকে কই? সেদিন বসিয়া ঝিমাইতেছি, এমন সময় ছোঁড়ারা হাসিয়া বলিল, কাগজ দেখেছ ঠাকুরদা? কাল অ্যাসেম্ব্লিতে কি রকম হুতো-ছোঁড়াছুড়ি কাণ্ড হয়ে গিয়েছে? স্বীকার করিতেই হইল, পড়ি নাই। মৌতাতের পর খুঁটিয়া খবরের কাগজ পড়িব, এত সময় কোথায়? দ্বিতীয়, কখনও কখনও যেটুকু পড়ি তাহাতে ভিতরের দুই-এক পাতায় অমুক আশ্রমের মামলা, অমুক বাবার কাহিনী, অমুক বর্ণের সাক্ষ্য ইত্যাদিতে একটু চোখ বুলাইলেই ছেলেবেলার লুকাইয়া আজির বিজ্ঞাপন পড়ার আস্বাদ মিটিয়া যায়, আর অন্ত পাতায় পৌঁছি না। তৃতীয়ত ৺কমলাকান্তপ্রসাদাৎ শুনিয়া শুনিয়া আমার এতটুকু দিব্য-জ্ঞান অন্তত হইয়াছে যে, বুঝিতে পারি, আজ যে সকল বক্তৃতা বা খবর লাল কলমের হেড-লাইনে গভীর মসীরঞ্জিত হইয়া খবরের কাগজের শোভা বর্ধন করে তাহার অধিকাংশই রাজনীতি নহে, আজ-নীতি, দিনগত পাপক্ষয়—এমন কি পাঁচ বছরের ধোপেও তাহা টিকিবে না। কেবল আজকের সমস্যা নয় বা আগামী ভোটের প্যাঁচ নয়, আগামী পঁচিশ-বিশ-পঁচিশ বছরে দেশের কি অবস্থা হইবে, কি মতিগতি হইবে এবং তাহা বুঝিয়া এখন হইতে আমাদের কি করা উচিত, কোন পথে চলা উচিত এ রকম দূরদৃষ্টির কথা ক্বচিৎ কখনও জওহরলালের বক্তৃতায়

ভালে কোহিনূর টিপ, ঝিলিমিলি রেশমী দুকূল—
নামে সন্ধ্যা তালীবনে, পাখী করে কাকণ-আওয়াজ !
রূপার ফলক তোলে চন্দ্রকর তালের বাকলে,
মূর্তি ভরি জ্যোৎস্না ধরে কে তরুণী লতাকুঞ্জতলে ;
প্রভাতে গিরির শিরে—দেখ দেখ কে গিয়েছে ফেলি—
কি সুন্দর !—যেন সে ময়ূরকণ্ঠী কুয়াশার চেলী ।"

করুণানিধানেরই বিক্ষিপ্ত রূপ-কণিকা সঞ্চয় ক'রে মোহিতলা… ফুটিয়ে তুলেছেন কবির রাগরক্ত বাসনালোক। করুণানিধানে… কাব্যজগৎ এমনই এক দুর্লভ কল্পবাসর। এখানকার বস্তু অংশে… সমস্ত রূঢ়তা গীতিস্পন্দের মায়ামন্ত্রে বিগলিত হয়। নিজেরই রচি… এই রূপ-নিকেতনের মাঝখানে এসে কবি আত্মবিহ্বল হয়ে পড়েন।

করুণানিধানের রূপলোক রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত সেই "বস্তু হতে সে… মায়া তো সত্যতর।" করুণানিধানের রসলোকেই বস্তুকে নির্যা… পরিণত করার ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতার মূলে রয়েছে ইন্দ্রিয়া… ভূতির তীক্ষ্ণতা, অথচ এই ক্ষমতা কত সূক্ষ্ম ও মনোময়! জাগ্র… চৈতন্যের সীমান্তরেখায় যে আস্বাদন-অভিরুচি তা যেন—

"When the light of Sense
Goes out but with a flash that has revealed
The invisible world ;"

করুণানিধান সেই আস্বাদনের কবি। এখানে বুদ্ধি ও বো… কোনটিই সত্য নয়—এ যেন ব্যক্তিবিবর্জিত অলস-তন্ময়তার এ… কবিতাশ্র। "প্যাশান" শব্দটির মধ্যে ব্যক্তি ও মানবিক সম্প… পরিস্ফুট, করুণানিধানের এই রূপতন্ময়তা গূঢ়রক্ত প্যাশান-এর আলোড়… নয়, অথচ এতে মৃদু আন্দোলন ও লীলাস্পন্দনটুকুর লাবণ্য সুখবহ… বর্ণ-গন্ধ-স্বরময় জগতের দর্শক হয়েও কবি ভাবস্থির ও মৌন-তন্ম… ইংরেজ কবির স্বপ্ন-জাগরণের দ্বন্দ্বও যেমন নেই, তেমনি নেই ক… ভঙ্গুরতার হতাশা, তাই তিনি বলতে পারেন না—

"Was it a vision, or a waking dream ?
Fled its that music :—do I wake or sleep ?"

তার বদলে বাংলা দেশের এই রূপরসিক বলেন—

"তাদের চুলের ফুলের বাসে গন্ধ হারায় গোলাপ বেলা।
কে অপসরী সারঙ বাজায় কি অপরূপ সুরের খেলা !
নিদাঘ রাতে রাখাল ছেলে চাঁদের আলোয় ঘুমিয়ে প'লে
স্বপ্ন শোনে নূপুর তাদের গুঞ্জরিছে মেঘের কোলে।"

[স্বপ্নলোকে]

কবি এতই ভাবালস যে, সর্ব প্রকার জিজ্ঞাসার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছেন—এতই মগ্ন এই কবি! এই আত্মনিমগ্নতা কবিকে বিক্ষুব্ধ হতে দেয় না। অথচ কবির স্বপ্নও নাকি মানুষেরই মত শুনতে পায়—তার কারণ করুণানিধান স্বপ্নৈক-জীবিত, তাই তাঁর স্বপ্ন কানে শোনে, চোখে দেখে ; এমন কি নিজের রূপের বিজন পথে মাঝে মাঝে পথ হারিয়েও ফেলে—"পথের জোছনা ভুলায় আমারে, কাঁপে প্রাণ-পারাবত।"—এই স্বপ্নকেই নিয়ত উদ্বোধিত করে সুরের সুরা—

"উড়োপাখীর সুরের সুধায় সরল তরুর আবছায়ে,
প্রবাল-বরন-বৈকালে আজ কোন্ পাষাণী গান গাহে ?" [তন্দ্রাপথে]

দৃশ্যমান বিশ্বের অতীত তীরের পরীদের খেলার প্রাঙ্গণই কবির স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্র—করুণানিধানের কবিতায় অপসর-স্বপ্ন এক পূর্ণমুক্ত আনন্দলোকের দ্বারোদ্ঘাটন করেছে। জগতের যত মূর্ত তার প্রত্যেকটির নেপথ্যে আছে একটি আদিম ভাবচ্ছবি—কবি ছুটেছেন সেই আদি ভাবসত্তার দিকে,—সেই আদিম ভাবসত্তাই তাঁর কাব্যে সুরের আলপনায় চিত্রিত হয়ে রূপবান হয়েছে।

করুণানিধানের অপেক্ষাকৃত প্রৌঢ় বয়সের কবিতায় প্রকৃতিপ্রীতির মধ্যে এক আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধি সঞ্চারিত হয়েছে। প্রথম বয়সের প্রেয়সী-রূপিণী প্রকৃতি অথবা প্রকৃতরূপিণী প্রেয়সী কবিকে যে অর্থে বিহ্বল করেছিল, এখানে ঠিক সেই ভাবে বিহ্বল করে না। তীর্থ-গ্রথিত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের দেবস্থান পরিক্রমা ক'রে কবি এক বিরজ-

বিশুদ্ধ রূপের অধিকারী হয়েছেন—বিশ্বসৌন্দর্য সুরলোকের অপার্থিব রূপে মূর্ছিত :

"নিম্নে সানুতে কর্পূর-শ্বেত ধূপ-ধূম্রের ভেলা,
দেবাঙ্গনার অলকে নূপুরে তরল-রূপালি-খেলা।" [হিমাদ্রি]

তীর্থ-পরিক্রমার কবিতাগুলিতে যে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি-চিত্র আছে, তার প্রতিটি অনুভবই এই অমৃতপিপাসায় পূর্ণ। প্রাচীন পৌরাণিক জগৎকেও অপরূপ রোমান্সরসে পূর্ণ ক'রে তোলেন কবি—কারণ করুণানিধানের কাছে এই তীর্থ রূপতীর্থও বটে। "শ্রীক্ষেত্রে" কবিতায় সমুদ্র বর্ণনায় অপরূপ পৌরাণিক রোমান্স সৃষ্টি হয়েছে—শব্দ-ধ্বনি ও রস-ধ্বনির বাঞ্ছিত মিলনে এক 'Mytho-poetic imagination' মূর্ত হয়ে ওঠে—

"কোন্ উপকূলে লবঙ্গফুল-পরিমলে বায়ু ফুর ?
দারুচিনি-বনে অপরূপ পাখী
অরাল কপালে জলধনু আঁকি
মন্দ-দোদুল তরুর তোরণে চন্দ্রহারের তুল্য।" [শ্রীক্ষেত্রে]

ভারতবর্ষের এই তীর্থ-পরিক্রমার ভিতর দিয়ে কবি পেয়েছেন সুপ্রাচীনকালের এক ঐতিহ্য-লালিত জীবনধারা। কিন্তু এই প্রাচীন জীবন-মানসের সুদীর্ঘ বর্ণনা অতিরিক্ত তথ্যবহ হয়ে ওঠে নি—বরং সত্যেন্দ্রনাথ ও কালিদাস রায়ের এই শ্রেণীর কবিতায় অনেক সময় তথ্যের আতিশয্য লক্ষ্য করা যায়, যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে রসের হানি ঘটেছে। করুণানিধানের মনের গঠনই স্বতন্ত্র, তাঁর রোমান্টিক অতীতচারণা তাঁর কবিতাকে ভারাক্রান্ত না ক'রে ঐতিহ্যকেই রসে পরিণত করেছে। রোমান্টিক মুক্তকল্পনার সামনে ক্ল্যাসিকাল রীতির বন্ধনে কবির রূপরচনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা "রেবা"। প্রাচীন কবি-কথিত পুরাকাহিনীটিকে কবি নূতন ক'রে সৃষ্টি করেন—এই সৃষ্টি-ক্ষমতাতেই করুণানিধান যথার্থ 'রূপদক্ষ'—

"পৌর্ণমাসী অর্ধরাতে, জ্যোৎস্নালোকে তন্দ্রালসে অলিন্দের পরে,
[illegible]

আবর্ত-শোভন-নাভি অলঙ্কৃত কটিতট হংস-মেখলায়—
কোথায় রূপসী রেবা ভুলাইলে কালিদাসে যৌবন-বিভায় ?" [রেবা]

মণ্ডনশিল্পে ও রসধ্বনিতে পুরাতনী নায়িকার যে লাবণ্যশ্রী ফুটে ওঠে তা কোন বিশেষ ভৌগোলিক চিত্র নয়—এমন কি এ চিত্র কালিদাসেরও নয়। কিন্তু প্রকৃতিকে দেখার এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী যেমন খাঁটি ক্ল্যাসিকাল ভাবের পরিচায়ক, তেমনি রূপমধিরতায় এ ছবি কবির নিজস্ব। লাবণ্য আছে ব'লে এ চিত্র sensual হতে পারে নি। রূপগোস্বামী তাঁর উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে লাবণ্য সম্পর্কে বলেছেন :—"মুক্তার রূপের ভঙ্গী নিষ্প্রভ, যদি না তাহাতে লাবণ্যের দীপ্তি থাকে। তেমনি চিত্রের রূপ এবং প্রমাণ এবং ভাব সকলই নিষ্প্রভ, যদি না এই তিনে লাবণ্য আনিয়া দীপ্তি দেয়" [অবনীন্দ্রনাথের অনুবাদ]। করুণানিধানের কবিতা সেই লাবণ্যের অধিকারী, তাই কোথায়ও অসংযত রূপ নেই। চিত্র-সম্পর্কে লাবণ্যের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ ক'রে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ বলেন, "লাবণ্য চিত্রের ভিতরে সর্বাপেক্ষা অধিক কাজ করে অথচ আড়ম্বরটি তাহার সর্বাপেক্ষা কম। লাবণ্য নিজে শুদ্ধা এবং সংযতা, সুতরাং যাহাকেই স্পর্শ করেন তাহাকেই বিশুদ্ধি দেন, সংযম দেন।"

সমকালীন কবিদের মধ্যে করুণানিধানই একমাত্র কবি, যাঁর কাব্যে বর্তমান-জীবনের মালিন্য ও সমস্যার কাঁটা নেই। করুণানিধানের গার্হস্থ্য জীবন ও পল্লীচিত্র বর্ণনা থেকেই তাঁর এই স্বরূপ-প্রকৃতিটি উপলব্ধি করা যায়। কবি ক্ষয়িষ্ণু পল্লীর চিত্রকার নন—প্রাচুর্য-আনন্দ যেদিন পল্লীর নিরাভরণ সৌন্দর্যকে পূর্ণ ক'রে রেখেছিল—করুণানিধান সেই সৌন্দর্যেরই মুগ্ধ পূজারী। তাই কোথাও ক্লান্তি, অপূর্ণতাজনিত চিত্তক্ষোভ তাঁর কবিতায় নেই। কুমুদরঞ্জন ও কালিদাস রায়ের কবিতায় যন্ত্র-যুগের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ও একদা-সমৃদ্ধ পল্লী-জীবনের ক্ষয়িষ্ণুতায় যে বেদনাবোধ আছে, করুণানিধানের কবিতায় সে সুর একেবারেই নেই। কবিশেখর কালিদাস রায় যথার্থই বলেছেন, "আধি-জীবনের কবি তিনি নহেন, অধি-জীবনের কবি তিনি।"

করুণানিধান কতকগুলি কাহিনীমূলক কবিতা লিখেছেন। কি
এই জাতীয় কবিতা ঠিক করুণানিধানের কবি-মানসের স্বরূপকে
অঙ্গীভূত নয়। উচ্চতর কবি-প্রতিভা অথবা গীতিধর্মিতা থাকলে
এই জাতীয় গীতি-আখ্যায়িকা রচনা করা সম্ভব নয়,—কাহিনী-রচয়িতার
কিছু ক্ষমতা থাকার প্রয়োজন। কাহিনী-বিন্যাস, গ্রন্থন ও সংযোজন
নৈপুণ্য না থাকলে একটি প্রথম শ্রেণীর কাহিনী-কবিতা রচনা করা
সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'-কাব্যের কবিতাগুলিতে
কাহিনী ও সঙ্গীতের এক দুর্লভ মিশ্রণ হয়েছে। করুণানিধানের এই
শ্রেণীর কবিতায় তেমন গ্রন্থন-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় না।
"বাদশাজাদী" কবিতায় জেবুন্নিসার প্রেম-জীবনের একটি সুপ্রচলিত
কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু কাহিনী-রস তেমন দানা বেঁধে উঠতে
পারে নি, মোহিতলালের অথবা সত্যেন্দ্রনাথের বাদশাহী রোমান্স
চিত্রণের বর্ণাঢ্য গরিমা ও গ্রন্থন-নৈপুণ্য এখানে নেই। সুতরাং এই
জাতীয় কবিতা করুণানিধানের কবি-প্রকৃতির স্বভাব-বিরোধী।

কবি-সমালোচক মোহিতলাল করুণানিধানের কবিতা-প্রসঙ্গে
বলেছেন, "করুণানিধানের কবি-জীবনে একটা অকাল-বিপ্লব ঘটিয়াছে,
তাঁহার কবি-মানস অতিদ্রুত অবসাদ-তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়াছে।"
করুণানিধানের কবি-জীবনের এই "অকাল-বিপ্লব"-এর কারণ কি?
এই পট-পরিবর্তনের কারণ সম্ভবত তাঁর কবি-জীবনের মূল প্রকৃতির
মধ্যেই পাওয়া যায়। অপরূপ রূপলোকের দর্শক এই কবি শুধু রূপের
মধ্যেই তৃপ্তি বা পূর্ণতার স্বাদ খুঁজে পান নি। তাই অপেক্ষাকৃত
পরিণত বয়সে, রূপজগতের উপরে আর এক দ্বিতীয় জগতের ছায়া
পড়েছে—বিশ্ব-প্রকৃতির বর্ণনা করতে গিয়ে কবি-কণ্ঠ আকস্মিকভাবে
থেমে গেছে—কোন্ এক অদৃশ্য শক্তি তাঁর কণ্ঠ থেকে গান কেড়ে
নিয়েছে। পদ্মাতীরের নিভৃত সৌন্দর্যের বর্ণনা করতে করতে আকস্মিক
ভাবে কবি-কণ্ঠ ভয়ে বিস্ময়ে পুলকে বেদনায় রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে—

"ঢাকিল মনীতে মানস-কানন,
যা কিছু আঁকিল আঁখি-রঞ্জন—

আঁধারে বিধুর ধুধু করে মাঠ
কাঁপিল আকাশে উদাসীন ঠাট
কে আছে স্তব্ধ দাঁড়ায়ে।" [পদ্মা-তটে]

রূপ-জগতের পরপারবর্তী আর এক দ্বিতীয় জগৎ কবির কাব্যে
প্রবেশ করেছে। এই দ্বিতীয় জগতের স্বপ্নই কবির রূপলোকের
বিরোধ হয়ে উঠেছে। অনুশোচনায় ও আত্মগ্লানিতে কবি ছুটেছেন
তীর্থময় ভারতবর্ষের দিকে দিকে। কোন কোন কবিতা আধ্যাত্মিক
রসে আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই, কারণ সেখানে
আধ্যাত্মিকতা ও রূপতন্ময়তার কোন বিরোধ ঘটে নি; কিন্তু আবার
কোন কোন কবিতায় এই দুই অনুভবের বিরোধ চলেছে। এই
দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতাই কাব্যাংশে দুর্বল। আসল কথা, করুণানিধানের
কাব্যে যে পরিমাণ সূক্ষ্ম ও অতিপেলব সংবেদনশীলতা, সেই পরিমাণ
"শক্তি" নেই, যে শক্তি 'গীতাঞ্জলি'-পরবর্তী যুগের রবীন্দ্রনাথের, যে শক্তি
ঋষি টলস্টয়ের দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ ভাবজীবনের। করুণানিধানের প্রতিভা
বাউলের একতারার মত, একটি সুরেরই তিনি সাধক, তাই আর
একটি সুর যখন আসে তার জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে প্রথমোক্ত সুরটি
অন্তর্হিত হয়—দুটি সুরই পাশাপাশি থাকতে পারে না।

নিভৃত-চরিত এই কবি রূপজগতের সাধনা করেছেন—বর্ণগীতগন্ধ-
ময়ের সেই জগৎ—এমনি ক'রেই রূপ-জগৎ পার হয়ে অরূপ-জগতের এক
রহস্যময় অনুভূতি ভক্তিস্নিগ্ধ উপচারে বরণীয় হয়ে উঠেছে। তবুও
উভয় ক্ষেত্রেই রূপ-রচনায় তিনি সিদ্ধ। কুণাল জাতকে আছে,
কামলোকের পর রূপলোক, তারপরে অরূপলোক। করুণানিধান
রূপলোক থেকে অরূপলোকের তীর্থপথিক হয়েছেন—এইটিই সম্ভবত
তাঁর কবি-চরিতের নিয়তি, কিন্তু কবি-ভাষণ ও রূপ-রচনার ক্ষেত্রে
তিনি যথার্থই রূপদক্ষ।

শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায়